BGMEA

বিজিএ/এসডিপি/২০২৫/ ৯৮৬

তারিখঃ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

সকল সম্মানিত সদস্যের জন্য

বিষয় ঃ "কর্মহীন শ্রমিকদের সুরক্ষা কর্মসূচি (UWPP)" এর আওতায় উপকারভোগী শ্রমিকের তালিকা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ বাংলাদেশ গেজেট নং-৪০.০০.০০০০.০২৬.১৮.০০০১.২৫-০৩, তারিখঃ ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

প্রিয় মহোদয়,

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত কর্মহীন হয়ে পড়া শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে **"রপ্তানিমুখী শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুঃস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম (SPPUDW) বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০২০"** আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়। সে সময় হতে মে ২০২৫ পর্যন্ত উপকারভোগী দুঃস্থ শ্রমিকদের মাসিক ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা করে সর্ব্বোচ্চ তিন মাস নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ গেজেট ৩০ জুন ২০২৫ এ বর্তমানে এ কর্মসূচিটি **"কর্মহীন শ্রমিকদের সুরক্ষা কর্মসূচি (UWPP)"** এর আওতায় উপযুক্ত উপকারভোগী শ্রমিকদের মাসিক ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা করে সর্বোচ্চ তিন মাস নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হবে। তবে নির্বাচিত শ্রমিক এই তিন মাসের মধ্যে অন্য কোথাও নতুন কর্মে নিযুক্ত হলে যে মাস থেকে কর্মে নিযুক্ত হবে সে মাস থেকে তিনি এই নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবে না।

উপকারভোগী নির্বাচনের শর্তাবলি ঃ

- বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক এবং পোশাক কারখানার শ্রমিক হিসাবে কারখানার পে-রোল অনুযায়ী কর্মরত ছিলেন।
- যে সকল শ্রমিক অসুস্থতা বা দুর্ঘটনাজনিত কারনে শরীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েছেন।
- প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা বঞ্চিত এবং পুনরায় চাকরিতে বহালকৃত নন এরূপ মহিলা শ্রমিক।
- লে-অফকৃত ও পরবর্তীতে ছাটাইকৃত এবং স্থায়ীভাবে কারখানা বন্ধের ফলে চাকরি হারানো শ্রমিক যিনি এখনও কর্মহীন রয়েছেন।

এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এতদ সঙ্গে সংযুক্ত গেজেট-এর ৭নং পয়েন্ট-এ উল্লেখ করা আছে।

অর্থ মন্ত্রনালয়ের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপকারভোগী হওয়ার জন্য প্রয়োজন -

- ✓ সঠিক জাতীয় পরিচয়পত্র,
- ✓ নিজ জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে নেয়া মোবাইল নম্বর,
- ✓ নিজ নামে ব্যাংক/মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্ট,
- ✓ অফিস পরিচয়পত্র এবং সংশ্লিষ্ট কর্মস্থলের সর্বশেষ ৩ মাসের পে-রোল।

আপনার কারখানার কোনো শ্রমিক উপরোক্ত শর্তাবলি অনুযায়ী উপকারভোগী হিসাবে বিবেচিত হলে নিয়মানুযায়ী সার্বিক তথ্যাবলি প্রস্তুত পূর্বক (সংযুক্ত ছক মোতাবেক) আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ ঃ

জনাব, মোঃ রাশেদুল ইসলাম, সিনিয়র সহঃ সচিব, এস.ডি.পি সেকশন, বিজিএমইএ।

মোবা ঃ ০১৭ ১২ ১৯ ১৬ ২২, ই-মেইলঃ rislam.bgmea@gmail.com

সংযুক্তি: ১) গেজেট।
২) তথ্য সংগ্রহের ফরমেট।

ধন্যবাদান্তে,

১১/৯/২৫

মেজর মোঃ সাইফুল ইসলাম, পিএসসি, সিএসসিএম (অবঃ)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুন ৩০, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সোশ্যাল সিকিউরিটি ইউনিট

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ আষাঢ় ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ৩০ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৪০.০০.০০০০.০২৬.১৮.০০০১.২৫-০৩।—নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার এতদসংঙ্গে সংযুক্ত 'কর্মহীন শ্রমিকদের সুরক্ষা কর্মসূচি' বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০২৫ অনুমোদন করেছেন তা এতদ্বারা প্রকাশ করা হলো।

০২। 'কর্মহীন শ্রমিকদের সুরক্ষা কর্মসূচি' বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০২৫ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ সাইদুর রহমান
উপসচিব।

‘কর্মহীন শ্রমিকদের সুরক্ষা কর্মসূচি’ (Unemployed Workers’ Protection Program- UWPP) বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০২৫

[‘রপ্তানিমুখী শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুঃস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা- ২০২০’-এর সংশোধন]

১. **পটভূমিঃ**

রপ্তানিমুখী শিল্প দেশের অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। কোভিড- ১৯ মহামারী বিশ্ব অর্থনীতির সাথে সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এতে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ মহামারীর কারণে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানিপণ্যের বাজার ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশসমূহে রপ্তানি হ্রাস পায়। এ সংকটের প্রভাবে দেশের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি খাত তথা তৈরি পোশাক এবং চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকাশিল্পসহ গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানিমুখী সেক্টরসমূহের একাধিক রপ্তানিমুখী কারখানা লে-অফ এবং উৎপাদন সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ বা সীমিতকরণে বাধ্য হয় যার ফলস্বরূপ উদ্যোক্তাগণ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হন তেমনি কারখানার শ্রমিকগণও কর্মহীন হয়ে পড়েন। দুর্ঘটনা ও অসুস্থতাসহ নানা কারণেও শ্রমিকগণ কর্মক্ষমতা হারিয়ে কর্মহীন ও দুঃস্থ হয়ে পড়েন। কারখানা সাময়িক বন্ধ বা উৎপাদন সীমিত হলে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (অদ্যাবধি সংশোধিত) ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ (অদ্যাবধি সংশোধিত) অনুসারে লে-অফকৃত/ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে। তবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হয়ে আসায় কর্মহীন হয়ে পড়া অনেক শ্রমিকের বিকল্প কর্মসংস্থানের অপেক্ষমানকাল প্রলম্বিত হয় এবং তাঁদেরকে আরো অধিক সময় আর্থিক সহায়তা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এ প্রেক্ষাপটে দেশের সকল রপ্তানিমুখী সেক্টরসমূহের কর্মহীন শ্রমিকদের স্বল্পকালীন জরুরী নগদ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার এই সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করে যাতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ফেডারেল জার্মান সরকার অর্থায়ন করতে সম্মত হয়।

কোভিড-১৯ এর কারণে তৈরি পোশাক ও চামড়া শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০২০ সালের অক্টোবরে **"রপ্তানিমুখী শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুঃস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম (SPPUDW)"** আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়। কর্মসূচিকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার জন্য ২০২২ সালের জুনে অনুরূপ অন্যান্য রপ্তানি-ভিত্তিক খাতসমূহে সম্প্রসারণ করা হয় যেমন- পাট, হিমায়িত খাদ্য, জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদি। কোভিড-১৯ পরবর্তী কর্মহীন শ্রমিকদের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে অর্থনৈতিক মন্দা বা অন্যান্য কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া শ্রমিকগণও এ কর্মসূচিটির আওতায় সর্বোচ্চ তিন মাসের আর্থিক সহায়তা পাওয়ার যোগ্য।

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে বর্তমানে এ কর্মসূচিটি **‘কর্মহীন শ্রমিকদের সুরক্ষা কর্মসূচি’** (UWPP) নামে অভিহিত হবে। অস্থায়ীভাবে কর্মহীনদের নগদ সহায়তা প্রদানই হলো UWPP এর মূল কার্যক্রম। এ কার্যক্রম ইতঃপূর্বে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রম অধিদপ্তর থেকে পরিচালিত হলেও সংশোধিত এ নীতিমালা জারি এবং কেন্দ্রীয় তহবিল, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শিরোনামে বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তির পর থেকে এ কার্যক্রম কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে পরিচালিত হবে। কেন্দ্রীয় তহবিল একটি Management Information System (MIS) এর মাধ্যমে সরকার থেকে ব্যক্তি পর্যায়ে (G2P) অর্থ হস্তান্তর পদ্ধতি ব্যবহার করে কর্মহীন শ্রমিকদের মাঝে অর্থ বিতরণ করবে।

কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগী নির্বাচন ও আর্থিক সহায়তা বিতরণের ক্ষেত্রে একটি কাঠামো গড়ে তোলা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এ নীতিমালা অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে।

২. **সংজ্ঞা :**

(ক) শ্রমিক : শ্রমিক অর্থ নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (অদ্যাবধি সংশোধিত) এর ধারা- ৪ এ উল্লিখিত সকল শ্রমিক।

শর্ত থাকে যে, শিক্ষাধীন ব্যতীত কোনো ব্যক্তি, তার চাকরির শর্তাবলি প্রকাশ্য বা উহ্য যে ভাবেই থাকুক না কেন, যিনি কোনো প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরিভাবে বা কোনো ঠিকাদার, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, এর মাধ্যমে মজুরি বা অর্থের বিনিময়ে দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক, কারিগরি, ব্যবসা উন্নয়নমূলক অথবা কেরানিগিরির কাজ করার জন্য নিযুক্ত হন, তবে প্রধানতঃ প্রশাসনিক, তদারকি কর্মকর্তা বা ব্যবস্থাপনামূলক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি এর অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

(খ) উপকারভোগী দুঃস্থ শ্রমিক : এই নীতিমালার ৭ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তসমূহ অনুসরণ করে নগদ সহায়তা প্রাপ্তির জন্য নির্বাচিত শ্রমিক;

(গ) শিল্প সংগঠন : শিল্প সংগঠন অর্থ (১) বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (BGMEA), (২) বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (BKMEA), (৩) লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (LFMEAB) এবং (৪) বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (BFLLFEA), (৫) বাংলাদেশ চামড়া শিল্প অ্যাসোসিয়েশন (BTA) এবং (৬) অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রপ্তানিমুখী শিল্প সংগঠনসমূহ।

(ঘ) MIS: এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তৈরি করা Management Information System;

(ঙ) iBAS++: বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিচালিত Integrated Budget and Accounting System;

(চ) G2P: বাংলাদেশ সরকারের অর্থ সরাসরি ব্যক্তি পর্যায়ে প্রদানের জন্য ব্যবহৃত ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি।

৩. কার্যক্রমের কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

(ক) কৌশলগত লক্ষ্যঃ দেশের সকল রপ্তানিমুখী শিল্পের বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের সাময়িক বা দীর্ঘমেয়াদি কর্মহীনতার মুখে শ্রমিকদের রক্ষা করা এবং তাদের জীবন জীবিকার উপর পড়া নেতিবাচক প্রভাব কমিয়ে আনা।

(খ) উদ্দেশ্যঃ রপ্তানিমুখী শিল্পের বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে যারা সাময়িক বা দীর্ঘমেয়াদী কর্মহীনতার মুখে পড়েছেন অথবা অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে অক্ষম হয়ে পড়েছেন এবং যারা ধারা- ৭ এর বর্ণিত শর্তাদি পূরণ করেছেন, তাদেরকে সাময়িক আর্থিক সুরক্ষা প্রদান।

৪. বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কেন্দ্রীয় তহবিল এ কার্যক্রমের বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হবে।

৫. সহায়তার প্রকৃতি ও পরিমাণ :

(ক) এ কার্যক্রমের আওতায় নির্বাচিত প্রত্যেক শ্রমিককে মাসিক ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা করে নগদ সহায়তা প্রদান করা হবে।

(খ) একজন শ্রমিক সর্বোচ্চ তিন মাস এ নগদ সহায়তা পেতে পারেন। তবে, নির্বাচিত শ্রমিক এই তিন মাসের মধ্যে পুনরায় পূর্বতন কারখানায় বা অন্যত্র নতুন কর্মে নিযুক্ত হলে যে মাস থেকে কর্মে নিযুক্ত হবেন সে মাস হতে আর এই সহয়তা প্রাপ্য হবেন না।

৬. তহবিল: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এ কার্যক্রমের জন্য বাজেট বরাদ্দ সরবরাহ করবে।

এই প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের নিমিত্ত অর্থ বিভাগ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ কেন্দ্রীয় তহবিল এর অনুকূলে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ প্রদান করবে।

৭. উপকারভোগী নির্বাচনের মানদণ্ড :

বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক এবং দেশের যে কোনো রপ্তানিমুখী শিল্পের আওতাধীন কোনো কারখানার শ্রমিক যিনি—

(ক) বর্তমানে কর্মহীন এবং কর্মহীন হওয়ার পূর্বে কমপক্ষে ০৬ মাস কোনো কারখানায় (কারখানার পে-রোল অনুযায়ী) কর্মরত ছিলেন;

(খ) কর্মক্ষেত্রে পেশাগত দুর্ঘটনাজনিত কারণে শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েছেন অথবা শারীরিক অসুস্থতার কারণে কাজে যোগদানে অক্ষম;

(গ) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (অদ্যাবধি সংশোধিত) এর ধারা- ৪৬ অনুযায়ী আর্থিক সুবিধাদি পাওয়ার শর্তের আওতাভুক্ত না হওয়ায় প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা বঞ্চিত এবং পুনরায় চাকরিতে বহালকৃত নন এরূপ মহিলা শ্রমিক;

(ঘ) কোনো রোগে আক্রান্ত এবং এর ফলে কাজ করতে অক্ষম;

(ঙ) সাময়িক চাকরি হারিয়েছেন এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (অদ্যাবধি সংশোধিত) অনুযায়ী আইনানুগ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার শর্তের আওতাভুক্ত নন অর্থাৎ লে-অফকৃত বা ছাঁটাইকৃত শ্রমিক যাদের কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা বা পরিষেবা দেওয়ার সময়কাল একটানা বা নিরবচ্ছিন্ন এক বছরের বা ২৪০ দিনের কম হওয়ায় বা চাকরি আনুষ্ঠানিক চুক্তিভিত্তিক না হওয়ায় উক্ত আইনের ধারা- ২০ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাওয়ার শর্তের আওতাভুক্ত নন এবং যিনি কর্মহীন রয়েছেন;

(চ) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (অদ্যাবধি সংশোধিত) এর ধারা- ২০ অনুযায়ী ছাঁটাইকৃত বা ধারা- ১৬(৭) অনুযায়ী লে-অফকৃত ও পরবর্তীতে ছাঁটাইকৃত এবং কর্মহীন রয়েছেন;

(ছ) লে-অফকৃত শ্রমিক যারা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (অদ্যাবধি সংশোধিত) এর ধারা- ১৬ অনুযায়ী এক বা দুই মাসের ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন কিন্তু কর্মহীন রয়েছেন; এবং

(জ) স্থায়ীভাবে কারখানা বন্ধের ফলে চাকরি হারিয়েছেন এবং কর্মহীন রয়েছেন।

৮. উপকারভোগী নিবন্ধন, নির্বাচন ও পরিশোধ :

(ক) উপকারভোগী নিম্নোক্ত যেকোনো উপায়ে নিবন্ধন করতে পারবেন:

(১) স্ব-নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় আবেদনকারী নিজে, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) এর সহায়তায় অথবা অন্য যে কোনো উপায়ে। (যেমন- মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব বেজ রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতিতে, তৃতীয় পক্ষ ইত্যাদির সহায়তায় MIS ব্যবহার করে;)

(২) শ্রম অধিদপ্তর অথবা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের সকল অফিসের সহায়তার মাধ্যমে;

(৩) কারখানা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যে কারখানায় তিনি সর্বশেষ কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

(খ) আপলোড করা তথ্য সংশ্লিষ্ট শিল্প সংগঠনসমূহ নিজে অথবা সংশ্লিষ্ট কারখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সঠিকতা যাচাইপূর্বক সঠিক থাকলে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য তা প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) তে অগ্রায়ন করবে।

(গ) এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত UWPP বাস্তবায়ন ইউনিট যেকোনো সহায়তা যেমন- MIS এ নিবন্ধনের জন্য আবেদন প্রাপ্তি থেকে শুরু করে ইউজার আই ডি তৈরি, MIS ব্যবহার প্রক্রিয়া, তথ্য আপলোড এবং কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইত্যাদি প্রদান করবে;

(ঘ) বাস্তবায়ন কমিটি নির্বাচনের মানদণ্ড অনুযায়ী আবেদনকারীর তথ্য সারসংক্ষেপ পর্যায়ে পরীক্ষা করবে এবং চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে;

(ঙ) কেন্দ্রীয় তহবিলের মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী UWPP MIS এ নগদ সহায়তা পরিশোধের জন্য iBAS++ এর G2P সুবিধা অনুসরণ করে চিফ অ্যাকাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স অফিসারের কার্যালয়ে বিল দাখিল করবে;

(চ) চিফ অ্যাকাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স অফিসারের কার্যালয় নগদ সহায়তা পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে এডভাইস প্রেরণ করবে;

(ছ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক G2P পদ্ধতিতে সরাসরি উপকারভোগী শ্রমিকের নিজস্ব ব্যাংক একাউন্ট বা মোবাইল ব্যাংক একাউন্টে নগদ সহায়তার অর্থ পরিশোধ করা হবে। এক্ষেত্রে কোনো ব্যাংক চার্জ বা মোবাইল অপারেটরদের ক্যাশ আউট চার্জ প্রয়োজন হলে তা এ তহবিল হতে পরিশোধ করা হবে।

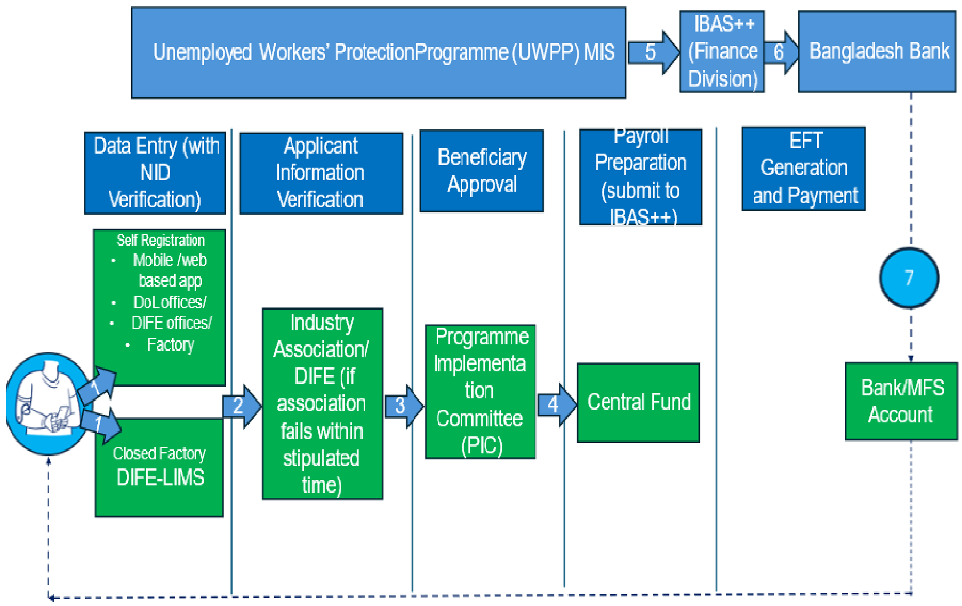

৯. উপকারভোগী নির্বাচন, নিবন্ধন ও তথ্য আপলোডকরণ:

এ নীতিমালার ৭ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একজন যোগ্য শ্রমিক চাকরিচ্যুতি/ছাঁটাই/অন্য কোনো কারণে কর্মহীন হওয়ার এক বছরের মধ্যে এই ভাতার জন্য আবেদন করতে পারবেন। UWPP MIS এর মাধ্যমে আবেদনকারী নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। নিবন্ধনের সময় আবেদনকারী শ্রমিক নিম্নলিখিত তথ্য/দলিলাদি সরবরাহ করবেন:

- জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর
- জন্ম তারিখ
- উপকারভোগী শ্রমিকের নাম
- কারখানার নাম
- সংশ্লিষ্ট শিল্প সংগঠনের নাম
- পদবি
- নিজস্ব জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর দিয়ে নেয়া মোবাইল নম্বর
- ব্যাংক একাউন্ট নম্বর / নিজস্ব জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর দিয়ে খোলা মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্ট নম্বর
- চাকুরীতে যোগদানের তারিখ

- চাকুরী হতে অবসানের তারিখ
- ভাতার জন্য আবেদনের কারণ (ড্রপ-ডাউন মেন্যু থেকে নির্বাচন করে দিতে হবে)
- চাকুরী লাভের এবং চাকুরী হতে অবসানের প্রমাণক (MIS এ আপলোড করে দিতে হবে)।

৯.১ সম্ভাব্য উপকারভোগী কর্তৃক স্ব-নিবন্ধন প্রক্রিয়া:

UWPP MIS/মোবাইল এপস এ সম্ভাব্য উপকারভোগী কর্তৃক স্ব-নিবন্ধন করার জন্য একটি সুবিধা যুক্ত থাকবে। আবেদনকারীকে ইউজার আইডি (User ID) হিসেবে তাঁর নিজস্ব জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর দিয়ে নেয়া মোবাইল নাম্বার ব্যবহার করতে হবে। মোবাইল নাম্বারটি MIS/মোবাইল অ্যাপ কর্তৃক একটি OTP এর মাধ্যমে যাচাই করা হবে। যদি আবেদনকারী নিজে নিজে স্ব-নিবন্ধন করতে সক্ষম না হন তবে তিনি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) বা অন্য কারো সাহায্য নিতে পারবেন। আবেদনকারী MIS/মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব বেজ সিস্টেমে লগ ইন করে তাঁর আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা দেখতে পারবেন।

৯.২ শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের অফিসের মাধ্যমে নিবন্ধন:

শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের সকল অফিসে আবেদনকারীদের জন্য নিবন্ধন কেন্দ্র চালু থাকবে। নিবন্ধনের পর আবেদনকারী তাঁর নিজস্ব জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর দিয়ে নেয়া মোবাইল নাম্বার দিয়ে তৈরীকৃত একটি লগ ইন আইডি পাবেন যার মাধ্যমে আবেদনকারী MIS/মোবাইল অ্যাপ সিস্টেমে লগ ইন করে তাঁর আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা দেখতে পারবেন।

৯.৩ কারখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধন:

যে কারখানায় আবেদনকারী সর্বশেষ কর্মে নিযুক্ত ছিলেন সে কারখানা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদনকারী নিবন্ধন করতে পারবেন।

ট্রেড ইউনিয়ন/ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ নিবন্ধনের বিষয়ে শ্রমিকদেরকে সহায়তা প্রদান করতে পারবেন এবং এ বিষয়ে পরামর্শ ও সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

১০. তথ্যের সঠিকতা যাচাই ও তথ্যের ভেলিডেশন প্রক্রিয়া:

তথ্যের সঠিকতা যাচাই ও তথ্যের ভেলিডেশন (validation) প্রক্রিয়া আবেদনকারী নিবন্ধনের উপায়ের ভিত্তিতে ০২ (দুই) টি ভিন্ন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হবে, যথা—

(ক) স্ব-নিবন্ধন, শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের অফিসের মাধ্যমে নিবন্ধন এবং কারখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধন এবং

(খ) কারখানা বন্ধের ক্ষেত্রে (সাময়িক বা স্থায়ী) কারখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে সরাসরি প্রেরিত বড় পরিসরের (বাল্ক) শ্রমিকের তালিকা নিবন্ধন।

১০.১ স্ব-নিবন্ধন, শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের অফিসের মাধ্যমে নিবন্ধন এবং কারখানার রেফারেন্সে নিবন্ধন:

স্ব-নিবন্ধন, শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের অফিসের মাধ্যমে প্রাপ্ত নিবন্ধন এবং কারখানার রেফারেন্সে নিবন্ধন এর তথ্যের সঠিকতা যাচাই ও তথ্যের ভেলিডেশন প্রক্রিয়া নিম্নরূপ:

(ক) শিল্প সংগঠনে দাখিল

- শ্রমিকের আবেদন UWPP MIS এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিল্প সংগঠনে প্রেরণ করা হবে।
- শিল্প সংগঠন আবেদনকারীর তথ্য প্রাপ্তির ১০ কর্মদিবসের মধ্যে আবশ্যিকভাবে তথ্য ভেরিফাই করবে।
- শিল্প সংগঠন কর্তৃক তথ্যের ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে UWPP ইউনিট সক্রিয়ভাবে কাজ করবে।

(খ) শিল্প সংগঠন ভেরিফিকেশন

- ভেরিফাইড আবেদনকারীর তথ্য চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য UWPP MIS এর মাধ্যমে PIC সদস্যদের নিকট প্রেরণ করবে।
- যদি শিল্প সংগঠন আবেদনকারীর তথ্য প্রাপ্তির ১০ কর্মদিবসের মধ্যে ভেরিফাই করতে ব্যর্থ হয় অথবা আবেদনকারী শ্রমিকের তথ্য যদি শিল্প সংগঠনের ডাটাবেজ/রেজিস্টার এ না পাওয়া যায় তাহলে আবেদনকারীর তথ্য UWPP MIS-এর মাধ্যমে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে ভেরিফিকেশনের জন্য প্রেরণ করা হবে।

(গ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাই, সরেজমিন ভেরিফিকেশন ও অনুমোদন

- উপ-মহাপরিদর্শকগণের UWPP MIS এ লগ ইন এর জন্য স্বতন্ত্র আই ডি ও পাসওয়ার্ড থাকবে;
- সংশ্লিষ্ট এলাকার উপ-মহাপরিদর্শকগণ শ্রমিকের আবেদনগুলো যাচাই করবে এবং মাঠ পর্যায়ের শ্রম পরিদর্শকগণকে তা ভেরিফিকেশনের জন্য নিযুক্ত করবেন;
- মাঠ পর্যায়ের শ্রম পরিদর্শকগণ আবেদনসমূহ ভেরিফিকেশনপূর্বক তথ্য প্রমাণ সহকারে প্রতিবেদন দাখিল করবেন;
- দাখিলকৃত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে উপ-মহাপরিদর্শকগণ আবেদনসমূহ অনুমোদন অথবা প্রত্যাখ্যান করবেন;
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ আবেদনসমূহ প্রাপ্তির ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে এই কার্যক্রম সম্পাদন করবেন;
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ভেরিফাইড আবেদনসমূহ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য UWPP MIS এর মাধ্যমে PIC সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হবে।

১০.২ কারখানা বন্ধের ক্ষেত্রে (সাময়িক বা স্থায়ী) কারখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে সরাসরি প্রেরিত বড় পরিসরের (বাল্ক) শ্রমিকের তালিকা নিবন্ধন:

কারখানা বন্ধের ক্ষেত্রে (সাময়িক বা স্থায়ী) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে-

(ক) নোটিশ প্রাপ্তি এবং তথ্য চেয়ে পত্র প্রেরণ

- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বন্ধ কারখানার তথ্য UWPP বাস্তবায়ন ইউনিটকে অবহিত করবে;
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কারখানার মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে নির্ধারিত ছকে ঐ কারখানার ভুক্তভোগী শ্রমিকের তথ্য প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করবে;
- কারখানার মালিক বা ব্যবস্থাপনা আবশ্যিকভাবে নির্ধারিত ছক মোতাবেক প্রত্যেক শ্রমিকের নিম্নোক্ত তথ্যাবলি প্রেরণ করবেন:
    - জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর
    - জন্ম তারিখ
    - উপকারভোগী শ্রমিকের নাম
    - সংশ্লিষ্ট শিল্প সংগঠনের নাম
    - পদবি
    - নিজস্ব জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর দিয়ে নেয়া মোবাইল নাম্বার
    - ব্যাংক একাউন্ট নম্বর / নিজস্ব জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর দিয়ে খোলা মোবাইল ব্যাংকিং একাউন্ট নম্বর
    - চাকরিতে যোগদানের তারিখ

(খ) ডাটা প্রসেসিং এবং ভেরিফিকেশন

- কারখানা প্রদত্ত ডাটা অন্তর্বর্তীকালীন শ্রমিকের ডাটাবেজ বা লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LIMS) এ আপলোড করা হবে;
- জাতীয় পরিচয়পত্র ভেরিফাইড ডাটা পরবর্তী প্রসেসিং এর জন্য UWPP MIS এর সাথে শেয়ার করা হবে।

(গ) চূড়ান্ত অনুমোদন

- ভেরিফাইড ডাটা অনুমোদনের জন্য UWPP MIS এর মাধ্যমে PIC সদস্যদের নিকট প্রেরণ করবে।

১১. PIC-এর অনুমোদন:

কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যদের সভায় আবেদনসমূহ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। PIC অনুমোদন এর সকল রেকর্ডপত্র UWPP MIS সংরক্ষণ থাকবে।

১২. তালিকাভুক্তি এবং কেন্দ্রীয় তহবিল কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন:

কেন্দ্রীয় তহবিল কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) সদস্যদের সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করবে এবং মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় তহবিল উহা অনুমোদন করবেন। অনুমোদিত কার্যবিবরণীর আলোকে কেন্দ্রীয় তহবিলের একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা PIC অনুমোদিত উপকারভোগীর তালিকা অনুযায়ী UWPP MIS এ পে-রোল তৈরি ও দাখিল করবেন।

১৩. ইনভয়েস দাখিল ও পরিশোধ:

UWPP ইউনিট উপকারভোগীর তালিকা সহকারে PIC সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণীর একটি কপি কেন্দ্রীয় তহবিলের হিসাব শাখায় প্রেরণ করবে। হিসাব শাখা বিল প্রস্তুত করে মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় তহবিল এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর অনুমোদন গ্রহণ করবে। পরবর্তীতে হিসাব শাখা iBAS++ এ বিল প্রস্তুত করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ চীফ একাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স অফিসারের কার্যালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বরাবর বিল দাখিল করবে। চিফ অ্যাকাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স অফিসারের কার্যালয় নগদ সহায়তা পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে ইএফটি প্রেরণ করবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক G2P পদ্ধতিতে সরাসরি উপকারভোগী শ্রমিকের নিজস্ব ব্যাংক একাউন্ট বা মোবাইল ব্যাংক একাউন্টে নগদ সহায়তার অর্থ পরিশোধ করা হবে। এক্ষেত্রে কোনো ব্যাংক চার্জ বা মোবাইল অপারেটরদের ক্যাশ আউট চার্জ প্রয়োজন হলে তা সরকার কর্তৃক পরিশোধ করা হবে।

১৪. নগদ সহায়তা বাতিল ও বিতরণকৃত নগদ সহায়তার অর্থ ফেরত:

কোনোরূপ মিথ্যা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে বা নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য নন এমন কোনো ব্যক্তি নগদ সহায়তার সুবিধা পেয়ে থাকলে তা উদঘাটিত হওয়ার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় তহবিল সে নগদ সহায়তা বাতিল করতে পারবে। এমন প্রদানকৃত নগদ সহায়তা The Public Demands Recovery Act, 1913 অনুযায়ী ফেরতযোগ্য হবে।

১৫. অভিযোগ:

UWPP সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কেন্দ্রীয় তহবিলে একজন অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) থাকবেন। নাগরিকরা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত কেন্দ্রীয় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (GRS) মাধ্যমে অভিযোগ জমা দিতে পারবেন, ৩৩৩ নম্বরে কল করে, UWPP MIS এর অভিযোগ নিষ্পত্তি মডিউল ব্যবহার করে অথবা DoL/DIFE এর একটি নির্দিষ্ট নম্বরের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবেন। প্রাপ্ত সমস্ত অভিযোগ UWPP MIS অভিযোগ নিষ্পত্তি মডিউলে রেকর্ড করা হবে। অভিযোগকারীকে তাদের অভিযোগের সমাধান সম্পর্কে SMS এর মাধ্যমে অবহিত করা হবে। PIC এর প্রতিটি সভায় অভিযোগ নিষ্পত্তির একটি এজেন্ডা থাকবে।

১৬. বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা:

(ক) কেন্দ্রীয় তহবিলের অধীনে একটি পৃথক UWPP বাস্তবায়ন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং প্রয়োজনীয় জনবল ও অবকাঠামো দ্বারা সমৃদ্ধ করা হবে। UWPP বাস্তবায়ন ইউনিট এর কাজের পরিধি অনুচ্ছেদ- ১৬.৪ এ বর্ণনা করা হয়েছে।

(খ) শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প কারখানাসমূহ এবং শিল্প সংগঠনসমূহ কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত থাকবে এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেসরকারি শিল্প মালিকগণ সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করবেন। সকল অংশীজনদের কাজের পরিধি নিচের উপানুচ্ছেদসমূহে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

১৬.১ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা ও দায়িত্ব:

(ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M & E) কমিটি UWPP নীতিমালা অনুমোদন ও এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করবে;

(খ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রম অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব পদ মর্যাদার একজন মনোনীত কর্মকর্তা UWPP এর নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন;

(গ) সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করবেন এবং

(ঘ) সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় UWPP এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটিতে নির্ধারিত কাজের জন্য একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়ন দিবেন।

১৬.২ কেন্দ্রীয় তহবিলের ভূমিকা ও দায়িত্ব:

(ক) মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় তহবিল PIC কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করবেন;

(খ) মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় তহবিল PIC কমিটিতে নির্ধারিত কাজের জন্য একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়ন দিবেন;

(গ) মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় তহবিল পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটিতে নির্ধারিত কাজের জন্য একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি মনোনয়ন দিবেন;

(ঘ) কেন্দ্রীয় তহবিল অনুমোদিত UWPP পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো অনুসারে কর্মসূচির পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য কোনো তৃতীয় পক্ষ/জরিপ সংস্থা নিয়োগ করতে পারবে। এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বাজেট UWPP বাস্তবায়ন বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সদস্য সচিব, UWPP PIC এবং UWPP বাস্তবায়ন ইউনিট পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রকাশ করবেন;

(ঙ) কেন্দ্রীয় তহবিল UWPP বাস্তবায়ন ইউনিট এর জন্য পর্যাপ্ত জনবল এবং বাজেটের নিশ্চয়তা প্রদান করবেন; এবং

(চ) কেন্দ্রীয় তহবিল এর হিসাব শাখা বিল প্রস্তুত করবে এবং উপকারভোগীর ভাতা বিতরণ, বাউন্স ব্যাক পেমেন্ট পরীক্ষা এবং সংশোধন ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণের ফলোআপ করবে।

১৬.৩ UWPP বাস্তবায়ন ইউনিট এর গঠন:

ক) পরিচালক, কেন্দ্রীয় তহবিল বা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কমপক্ষে একজন যুগ্মসচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তা এ ইউনিটের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;

খ) উক্ত ইউনিটে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে দুইজন কর্মকর্তা এবং শ্রম অধিদপ্তর হতে একজন কর্মকর্তা এ ইউনিটে সরাসরি দায়িত্ব পালন করবেন;

১৬.৪ UWPP বাস্তবায়ন ইউনিট এর ভূমিকা ও দায়িত্ব:

(ক) UWPP বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনা এবং সহায়তা প্রদান- আবেদনপত্র গ্রহণ থেকে শুরু করে MIS এ নিবন্ধন, ইউজার আই ডি / ব্যবহারকারী আইডি তৈরি, MIS ব্যবহার, ডেটা আপডেট এবং প্রোগ্রামের ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন;

(খ) দৈবচয়নের ভিত্তিতে কিছু আবেদনকারীর মোবাইল ফোনে কল করে অথবা মাঠ পরিদর্শন করে সুবিধাভোগীর সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতা যাচাই করা এবং সময়মত সুবিধা পাওয়া নিশ্চিত করা;

(গ) কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) সভার আলোচ্যসূচি প্রস্তুত করা, সভা আহ্বান করা, আবেদনকারীদের অর্থ প্রদানের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা এবং সভার খসড়া কার্যবিবরণী তৈরি করা;

(ঘ) কর্মসূচি বাস্তবায়নের তদারকি এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যা সমাধান করা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটিকে সুপারিশ প্রদান করা;

(ঙ) শ্রমিক নিবন্ধন ও যাচাইয়ের জন্য শ্রমিক, কারখানা, শিল্প সংগঠন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় স্থাপন করা এবং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যা সমাধান করা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটিকে (PIC) সুপারিশ প্রদান করা;

(চ) কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) সভা আহ্বান করা এবং সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করা;

(ছ) চূড়ান্ত অনুমোদিত তালিকা অনুসারে নগদ সহায়তা বিতরণের জন্য সকল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, iBAS++, চীফ একাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স অফিসারের কার্যালয় (CAFO) এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ এবং সমন্বয় সাধন করা;

(জ) UWPP অপারেশনস ম্যানুয়াল রক্ষণাবেক্ষণ এবং আপডেট করা এবং UWPP MIS এ নতুন ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

(ঝ) সচেতনতামূলক প্রচারণা পরিচালনা করা;

(ঞ) প্রতি ত্রৈমাসিকে সুপারিশ সহকারে UWPP পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটির (PIC) কাছে প্রেরণ এবং অনুমোদিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং

(ট) বাজেট প্রস্তুত এবং ব্যবস্থাপনা (যেমন পুনঃবরাদ্দ) সম্পর্কিত কাজ সম্পাদন করা।

১৬.৫ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর ভূমিকা ও দায়িত্ব:

(ক) মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর UWPP বাস্তবায়ন ইউনিট এর নির্ধারিত কাজকর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত যুগ্ম মহাপরিদর্শক (প্রশাসন) ও অন্য একজন কর্মকর্তাকে তাঁর প্রতিনিনিধি হিসেবে মনোনীত করবেন;

(খ) UWPP পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ কমিটির নির্ধারিত কাজকর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর অংশগ্রহণ করবেন;

(গ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর শ্রমিক ডাটাবেজ, লেবার ইন্সপেকশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LIMS), এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম (EIS) এ ব্যবহৃত শ্রমিকের তথ্যের সাথে আবেদনকারীর আবেদনের তথ্যের সঠিকতা যাচাই এবং তথ্য যাচাই করবেন;

(ঘ) শিল্প সংগঠন কর্তৃক আবেদনকারীর তথ্য ভেরিফিকেশন করতে ব্যর্থ হলে তা ভেরিফিকেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট উপমহাপরিদর্শকগণকে দায়িত্ব প্রদান করা;

(ঙ) বন্ধ কারখানার এবং বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে এমন কারখানার তালিকা সংগ্রহ করা;

(চ) অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক হবেন (গ) ও (ঘ) এ উল্লিখিত সকল কার্যক্রম তদারকির জন্য উপযুক্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা।

১৬.৬ শিল্প সংগঠনসমূহের এর ভূমিকা ও দায়িত্ব:

(ক) প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন কমিটিতে একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করা;

(খ) MIS এ প্রাপ্ত আবেদনকারীর তথ্য যথাসময়ে ভেরিফাই করা (সদস্য কারখানাগুলোর শ্রমিকদের তথ্য) এবং এ কাজে কমপক্ষে ০২ জন ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করে দেয়া;

(গ) UWPP বাস্তবায়ন ইউনিটকে বন্ধ হয়ে যাওয়া/বন্ধ হতে যাওয়া কারখানার (অস্থায়ী এবং স্থায়ীভাবে) এবং তাদের সদস্য কারখানার শ্রমিকদের একটি হালনাগাদ তালিকা সরবরাহ করা এবং

(ঘ) তাদের সদস্যদের মধ্যে UWPP এর প্রচার ও সমন্বয় সাধন করা।

১৬.৭ কারখানাসমূহের এর ভূমিকা ও দায়িত্ব:

(ক) কারখানাসমূহের অধীনে নিযুক্ত ছিল এমন শ্রমিকদের মধ্যে যারা কর্মহীন হয়ে পড়েছেন (অস্থায়ী এবং স্থায়ীভাবে) তাদের তথ্য এমআইএস সিস্টেমে নিবন্ধন / আপলোড করতে সহায়তা করা;

(খ) কর্মহীন শ্রমিকদের তথ্য যাচাইকরণ (নির্বাচন, বেতন প্রদান, নিয়োগপত্র যাচাইকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে) ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত UWPP প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন ইউনিটের কর্মকর্তাদের সহায়তা প্রদান।

১৬.৮ কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) :

মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় তহবিল এর নেতৃত্বে একটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি থাকবে।

১৬.৯.১ কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি এর ভূমিকা ও দায়িত্ব:

কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটির দায়িত্ব নিম্নরূপ—

(ক) শিল্প সংগঠন বা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকৃত সুবিধাভোগী শ্রমিকদের তালিকা নির্বাচন এবং অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা;

(খ) কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ, বাস্তবায়ন সম্পর্কিত যেকোনো সমস্যা সমাধান এবং সমন্বয়;

(গ) UWPP বাস্তবায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত ও অনুমোদন করা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠানো।

১৬.৯.২ কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটির কাঠামো:

(ক) কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটির গঠন নিম্নরূপ—

১. মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় তহবিল	সভাপতি
২. অতিরিক্ত মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর	সদস্য
৩. অতিরিক্ত মহাপরির্দশক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সদস্য
৪. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (শ্রম অনুবিভাগ)	সদস্য
৫. পরিচালক, কেন্দ্রীয় তহবিল	সদস্য
৬. চিফ অ্যাকাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স অফিসার, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭. রপ্তানিমুখী শিল্প সংগঠনসমূহের প্রতিনিধি (BGMEA, BKMEA, LFMEAB, BFLLFEA এবং অন্যান্য)	সদস্য
৮. শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন/ফেডারেশন এর সংশ্লিষ্ট সেক্টরের প্রতিনিধি	সদস্য
৯. ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন/ ফেডারেল জার্মান সরকার এর প্রতিনিধি	পর্যবেক্ষক
১০. শ্রম অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা	সদস্য
১১. কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা	সদস্য
৮. উপপরিচালক, কেন্দ্রীয় তহবিল	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটি অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে পর্যবেক্ষক হিসেবে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

(গ) কমিটি প্রতি ০২ (দুই) মাসে ন্যূনতম একটি সভায় মিলিত হবে।

(ঘ) সভার কোরামের জন্য সরকার পক্ষের কমপক্ষে ৪ জন, মালিক পক্ষের কমপক্ষে ০২ (দুই) জন এবং শ্রমিক পক্ষের কমপক্ষে ০২ (দুই) জন সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

(ঙ) সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে অথবা প্রয়োজনে, সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

(চ) যদি ভোটাভুটি বাদে চুক্তিতে পৌঁছানো না যায়, তাহলে সরল সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে হাত তুলে ভোট দিতে হবে, যদি না সভাপতি অন্য কোনো নির্দেশ দেন।

(ছ) আবেদনের পরিমাণ এবং সংখ্যার উপর নির্ভর করে, PIC এর একটি উপ-কমিটি গঠন করা যেতে পারে, যার মধ্যে কমপক্ষে ৩ জন সরকারি প্রতিনিধি, শিল্প সংগঠনের ২ জন প্রতিনিধি এবং শ্রমিক সংগঠনের ২ জন প্রতিনিধি থাকবেন এবং প্রতি মাসে নতুন আবেদন পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের জন্য মিলিত হবেন।

১৭. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি :

সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M & E) কমিটি থাকবে।

১৭.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি এর ভূমিকা ও দায়িত্ব :

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটির দায়িত্ব নিম্নরূপ—

(ক) UWPP কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

(খ) উপকারভোগী নির্বাচন, নগদ সহায়তা বিতরণ ইত্যাদি সংক্রান্তে কোন অভিযোগ (যদি থাকে) তা নিরসন করা;

(গ) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;

(ঘ) এই নীতিমালার কোনরূপ সংশোধন, সংযোজন বা পরিমার্জনের প্রয়োজন হলে তার উদ্যোগ গ্রহণ;

(ঙ) বিভিন্ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা;

(চ) সদস্য সচিব কার্যক্রমের বাৎসরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন এবং M & E কমিটির নিকট দাখিল করবেন;

(ছ) M & E কমিটি কার্যক্রমের বাৎসরিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন করবে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে;

(জ) M & E কমিটি প্রয়োজনে UWPP এর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আউটসোর্সিং জনবলের চাহিদা অনুমোদন করতে পারবে।

(ঝ) সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বার্থে কমিটি প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবে।

১৭.২ কমিটির কাঠামো:

(ক) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবে :

১. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২. মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় তহবিল	সদস্য
৩. মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর	সদস্য
৪. মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সদস্য
৫. প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট)	সদস্য
৬. প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ (সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট)	সদস্য
৭. প্রতিনিধি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইউরোপ উইং)	সদস্য
৮. রপ্তানিমুখী শিল্প সংগঠনসমূহের প্রতিনিধি (BGMEA, BKMEA, LFMEAB, BFLLFEA **এবং অন্যান্য**)	সদস্য
৯. ত্রি-পক্ষীয় পরামর্শক কাউন্সিল (টিসিসি) হতে মনোনীত শ্রমিক প্রতিনিধি	সদস্য

১০. প্রতিনিধি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন	সদস্য
১১.প্রতিনিধি, ফেডারেল জার্মান সরকার	সদস্য
১২. পি আই সি কমিটির সদস্য সচিব	সদস্য
১০. পরিচালক, কেন্দ্রীয় তহবিল	সদস্য সচিব

(খ) কমিটি অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদেরকে পর্যবেক্ষক হিসেবে আমন্ত্রণ জানাতে পারে;

(গ) সভার কোরামের জন্য সরকার পক্ষের কমপক্ষে ৪ জন, মালিক পক্ষের কমপক্ষে ০২ (দুই) জন এবং শ্রমিক পক্ষের কমপক্ষে ০২ (দুই) জন এবং উন্নয়ন সহযোগীর ০১ (এক) জন সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।

(ঘ) সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে অথবা প্রয়োজনে, সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

(ঙ) যদি ভোটাভুটি ছাড়া চুক্তিতে পৌঁছানো না যায়, তাহলে সরল সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে হাত তুলে ভোট দিতে হবে, যদি না সভাপতি অন্য কোনো নির্দেশ দেন।

(চ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটির গঠন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মানদণ্ডের অনুরূপ হবে যেখানে শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধির সংখ্যা মালিক পক্ষের প্রতিনিধির সংখ্যার সমান হবে এবং তাদের মোট সংখ্যা সরকার পক্ষের প্রতিনিধির সংখ্যার সমান হবে।

(ছ) কমিটি প্রতি ০৩ (তিন) মাসে একবার সভায় মিলিত হবে।

১৮. শ্রমিকদের তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার ও স্বত্বাধিকার:

শ্রমিকদের তথ্য-উপাত্তের জন্য UWPP ইউনিট কর্তৃক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের LIMS ব্যবহার করা হবে। ব্যবহারকারী পক্ষগণ LIMS এর গোপনীয়তা রক্ষা করতে বাধ্য থাকবেন।

১৯. নীতিমালা সংশোধন:

UWPP নীতিমালা সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে কেন্দ্রীয় তহবিল PIC সভার সুপারিশক্রমে UWPP নীতিমালা সংশোধনের খসড়া প্রস্তুত করবে এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M & E) কমিটি UWPP নীতিমালার সংশোধন অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২০. অর্ন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা:

এ নীতিমালা জারি এবং কেন্দ্রীয় তহবিল, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় শিরোনামে বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তির পর থেকে এ কার্যক্রম কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে পরিচালিত হবে। কেন্দ্রীয় তহবিল পুরোপুরি কার্যক্রম শুরু করা পর্যন্ত উক্ত কর্মসূচির সকল কার্যক্রম পূর্বের ন্যায় শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হবে।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd